দৈনিক সংবাদ

169

তারিখ 07 OCT 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করতে অনীহা কেন?

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে পুলিশী অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। প্রকাশ্যে গোলাগুলিও গেরিলা কায়দায় ফাইটের ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিলম্বে হলেও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বেশী ভয়াবহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করতে তারা আগাগোড়াই নিস্পৃহ এবং অলস। সম্প্রতি সংবাদ-এ 'চট্টগ্রামের-শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভয়াবহ সন্ত্রাসী রূপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে দেশের যেকোন সচেতন মানুষই শংকিত হবেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত গোলাগুলির ঘটনা হয়ত ঘটেনি। কারণ সেখানে জামাত-শিবিরের ফ্যাসিষ্ট বাহিনী একছত্র আধিপত্য কায়েম করে তাদের খেয়াল-খুশিমত সবাইকে চলতে বাধ্য করছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সেখানে বিঘ্নিত, সর্বক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তারা সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আপন রাজত্ব কায়েম করেছে। সেখানে শিক্ষকদের কন্ঠরুদ্ধ, ছাত্রদের কন্ঠরুদ্ধ। লেখাপড়ার পরিবেশ নেই বললেই চলে। সচেতন মানুষমাত্রই আশা করেছিল একই সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালাবে। এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসকারীরা তাদের প্রকাশ্যে বয়ে নেয়া অস্ত্রগুলো হয়ত পাহাড়টিলাতে লুকিয়ে রেখেছে। তাই এখন পুলিশী অভিযান হলে তা হয়ত ফলপ্রসূ হবে না। গোয়েন্দা পুলিশ খবর নিয়ে অবশ্যই উপযুক্ত সময়ে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করতে পারে। এজন্য সরকারী সদিচ্ছারও প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নয় চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী কলেজগুলোর ক্যাম্পাসেও পুলিশী অভিযানের প্রয়োজন রয়েছে।

তাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন জানাই বাংলাদেশের উপদ্রুত সন্ত্রাসী এলাকা চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে শিক্ষাঙ্গনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

সুব্রত নন্দী,
কৃষি অনুষদ,
৪১২, সোহরাওয়ার্দী হল
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ